দামুড়হুদা কাঁঠাল তলায় ঈগল প্রতীকের পথসভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠাল তলায় চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিম এর ঈগল মার্কার নির্বাচনী পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী ও জাতীয় দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক নূর হাকিম।

এসময় তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিনি সবাইকে নিয়ে একটা অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন চান। যার কারনে এবারের নির্বাচনে সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন, এর জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানায়। আমি যদি এমপি হতে পারি তাহলে এমপি হয়ে নয় সেবক হয়ে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মানুষের বেকার সমস্যা দূর করা হবে। একজন এমপি কে কোটি কোটি টাকা থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়। আমি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বেকার জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করবো। এই আসনে কেউ বেকার থাকবে না। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র সরকার সাধারণ জনগণের জন্য প্রচুর পরিমানে বাজেট দেয়। প্রচুর ভাতা প্রদান করা হয়। সরকার এতো পরিমানে মানুষের জন্য বরাদ্দ দেয় যে, সঠিক ভাবে যদি তা মানুষের মাঝে দেওয়া হতো তাহলে মানুষের কষ্ট থাকতো না। এসব না করে মানুষকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। সংসদ সদস্য হতে হলে দেশপ্রেম থাকা লাগে। প্রতারণা করার জন্য আমি আপনাদের সামনে আসিনি। আপনারা যদি বেকার এলাকা মুক্ত চান, আপনারা যদি প্রতারণা মুক্ত এলাকা চান তাহলে আমার ঈগল মার্কায় ভোট দিয়ে এলাকার মানুষের কাজ করার সুযোগ করে দিন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী নূর হাকিম এর ঈগল প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঈগলের হাউলী ইউনিয়ন নির্বাচনী অফিসের উদ্যগে কাঁঠাল তলায় একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভাটি শুরু হলে কিছু ক্ষনের মধ্যে তা জনসভায় পরিনত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জাহাঙ্গীর আলম, হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও গ্রাম থেকে আসা আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্র লীগের নেতাকর্মী ও ঈগল প্রতীকের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় দুই স্বতন্ত্র প্রার্থী সমর্থকদের হামলায় নৌকার সমর্থক আহত

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছা গ্রামে ঈগল ও ফ্রিজ প্রতীকের সমর্থকদের হামলায় নৌকার সমর্থক ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান (৩৭) ও তার স্ত্রী জেসমিন খাতুন (২৮) আহত হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে নাগদাহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামে এঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় জেসমিন খাতুনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান স্থানীয় ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

ইউপি সদস্য আনিছুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, আমরা চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকা প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের সমর্থক। প্রতিবেশি আব্দুর রশিদ নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ করলেও লুকিয়ে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সমর্থক হিসেবে কাজ করছে বলে জেনেছি। তার দুই ছেলে তরুণ ও তপন ঈগল প্রতীকের সমর্থক হিসেবে কাজ করছেন। আব্দুর রশিদের বড় ভাইয়ের ছেলে হাসান ফ্রিজ প্রতিকের স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এ. রাজ্জাক খানের সমর্থক। যেহেতু জানা মতে আব্দুর রশিদ নৌকার সমর্থক তাই শুক্রবার সন্ধ্যায় আব্দুর রশিদ সহ উপস্থিতদের সামনে ` নিজের ঘর আগে সামলিয়ে তারপর নৌকা প্রতীকের ভোট চাইতে হবে’ এমন কথা বলি। এরপরই আব্দুর রশিদ, তার দুই ছেলে ও ভাস্তের সঙ্গে আমার সামান্য কথা কাটাকাটি হয়। তারপর যে যার মত চলে যায়।

আনিছুর রহমান আরও বলেন, আজ (শনিবার) সকালে হঠাৎ আব্দুর রশিদের

দুই ছেলে, তার ভাস্তেসহ ৩০-৪০ জন লোকজন নিয়ে আমার উপর হামলা করে কিল-ঘুষি দিয়ে আহত করে। আমার স্ত্রীকেও লাঠি দিয়ে হাতে আঘাত করেছে এবং তার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়েছে। আমি খুব বেশি আহত না হলেও আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, ওই নারীর হাতের কব্জি ফোলা এবং কালো স্পট আছে। এক্স-রে করার পরামর্শ দিয়েছি। তারপর বলা যাবে আঘাতের পরিমান।

আহত জেসমিনের বড় বোন সাজেদা পারভিন জানান, আমার দেবর ইউপি সদস্যসহ আমরা নৌকার ভোট করি। আর যারা জেসমিনকে মেরেছে তারা ঈগল প্রতীকের সমর্থক। গতকাল শুক্রবার আমার দেবর তাদের বলে আমার কাছে টাকা দিয়ে ঈগল ও ফ্রীজ প্রতীকের ভোট কেন করছো। এ নিয়ে দুপক্ষ হুমকি ধামকি দেয়। এরই জের ধরে আজ সকালে ঈগল প্রতীকের সমর্থকরা লাঠিসোঠা নিয়ে আমার বাড়িতে এসে দেবরকে কিল-ঘুষি দিয়ে আহত করে। তার স্ত্রীকে চুল চেপে ধরে মাটিতে ফেলে লাথি মারতে থাকে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এসময় জেসমিনের গলায় একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে নেই।

এ বিষয়ে জানতে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা এবং ফ্রীজ প্রতীকের স্বতন্ত প্রার্থী রাজ্জাক খানের ব্যক্তিগত নাম্বারে কল করা হলেও তারা রিসিভ করেননি।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) আব্দুল গনি মিয়া বলেন, আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ইউপি সদস্য আনিছুর এবং তার প্রতিবেশি চাচা আব্দুর রশিদ দুজন-ই নৌকার পক্ষে। আবার ওই চাচার দুই ছেলের মধ্যে একজন ঈগল অপরজন ফ্রিজ প্রতীকের পক্ষে। তাদের মধ্যে কার কতজন লোকজন আছে এ নিয়ে সামান্য ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। এর সঙ্গে মহিলারাও যোগ দেয়। এতে ইউপি সদস্যের স্ত্রী হাতে লাঠির আঘাতে আহত হয় এবং তার গলায় থাকা স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নিয়েছে বলেও মৌখিক অভিযোগ করে। মামলা করলে তদন্ত পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে নৌকা প্রতিকের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের উদ্যোগে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনি মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে উপজেলা, পৌর ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীরা ওই মিছিল ও পথসভায় অংশগ্রহণ করে।

মিছিল ও পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস।

৯নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি শহিদ মোল্লার সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, ক্রিয়া সম্পাদক টুটুল, কেন্দ্রীয় কৃষকের দপ্তর সম্পাদক নাজমুল হক পানু, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আজিজুল হক, পৌর আওয়ামীলীগের দপ্তর সম্পাদক চপল মুন্সী, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, টিংকু মোল্লা, মাহফুজুর রহমান লিমন মোল্লা, নুরুন্নবী, আকবার আলী, বাক্কা, সাফায়ত হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারন সম্পাদক সেলিম রেজা, মিছিল ও পথসভায় সঞ্চালনা করেন সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর যুবলীগের যুবকের যুগ্নআহবায়ক মামুনুর রশিদ হাসান।

মিছিল ও পথসভায় নেতৃবৃন্দরা বলেন, আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নৌকার কোন বিকল্প নেই। নৌকা মানেই উন্নয়ন। এই উন্নয়নকে ধরে রাখতে আবারো সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনকে নৌকায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে হবে।

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রয়, ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় খননযন্ত্র (এক্সকাভেটর) দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রি করার অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর নামক জায়গায় এই অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ। ওই এক্সকাভেটরের মালিক মাটি ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান রঞ্জু। সে একই ইউনিয়নের কুমারী গ্রামের ফারাজি পাড়ার শহিদুলের ছেলে।

এলাকাবাসী ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে গত ১ সপ্তাহ যাবৎ ধান চাষের জমিতে পুকুর খননের নামে অবৈধভাবে এক্সকাভেটর দিয়ে মাটি কেটে বিভিন্ন ইট ভাটায় বিক্রি করে আসছিলেন। এভাবে মাটি কাটায় আশপাশের বেশ কয়েকটি ফসলি জমি হুমকির মুখে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী সহকারী কমিশনার (ভূমি)র কাছে মৌখিক অভিযোগ দেন। এর ভিত্তিতে শুক্রবার দুপুর ১ টার দিকে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ সরেজমিনে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পান। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এক্সকাভেটরের মালিক হাবিবুর রহমান রঞ্জুকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে এক্সকাভেটর তুলে ফেলা হয় ।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ জানান, জরিমানার পাশাপাশি এক্সকাভেটরের মালিককে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

দামুড়হুদায় স্বতন্ত্র প্রার্থী ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন

৭ জানুয়ারী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু’র ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী প্রচারণার হাউলী ইউনিয়ন অফিসের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৭ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কাঁঠালতলা নামক স্থানে ঢেঁকি মার্কার নির্বাচনী অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

এসময় এমপি প্রার্থী লন্টু বলেন, আমাদের সামনে খুব ভালো দিন আসবে, জননেত্রী শেখ হাসিনা সবাইকে সংসদ নির্বাচন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সেজন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবার জনগণ নির্বাচিত করবে ভালো মানুষকে। আমরা কোন ঘুষ দুর্নীতি অবৈধ সম্পদ দখল এসবের পায়তারাই কোনদিন ছিলাম না এখনো নেই অদূর ভবিষ্যতেও থাকবো না। আমরা সব সময় ন্যায়ের পক্ষে, আমরা সব সময় এলাকার উন্নয়নের পক্ষে। আমার বড় ভাই সাবেক সংসদ সদস্য মির্জা সুলতান রাজা একজন নির্লোভী মানুষ ছিলেন। আমি সেই পরিবারের সন্তান, আমি তার আপন ছোট ভাই। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ রাখলে অবশ্যই আমি আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় কামিয়াবি হবো ইনশাল্লাহ। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি এলাকার উন্নয়নের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। জননেত্রী শেখ হাসিনা চান অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। তাই আপনারা ৭ জানুয়ারী সকালে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আপনারা আমার ঢেঁকি মার্কায় ভোট দেয়ার আহবান জানাচ্ছি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু, যুবলীগ নেতা ও সাবেক সেনা সদস্য হাফিজুর রহমান হাফিজ, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আলাউদ্দিন, মালেক ভূঁইয়া, খালেক ভূঁইয়া, আবুল হাসেম, সুমন আলী, মাসুম সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ যুবলীগ ও ছাত্র

লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে ডিবি পুলিশের অভিযানে দুইশ পিচ ইয়াবাসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুইশ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুইজনকে আটক করেছে।

আজ বৃহসপ্রতিবার সকাল ৬টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবার নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবির) অফিসার ইনচাজ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ সুমন্ত বিশ্বাস, জেলা গোয়েন্দা শাখা, চুয়াডাঙ্গা সঙ্গীয় অফিসারএএসআই (নিঃ)/ মোঃ আবেদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে জীবননগর উপজেলার মোল্লাবাড়ির গ্রামের মোঃ শওকত আলীর তেলের দোকানের সামনে জীবননগর-দর্শনাগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে মহেশপুর উপজেলার তালসার গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে মোঃ মেহেদী হাসান (২৬) এবং উথলী গ্রামের তোয়াজ উদ্দিনের ছেলে মোঃ জহুরুল ইসলামকে (২৫) দুইশ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক করে । আটককৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে জীবননগর থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার হরিশপুরের ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গা সদরের বেগমপুর-হরিশপুরের আজিজুলকে ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার তাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আজিজুল চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর উত্তর পাড়ার মৃত আজাদ আলীর ছেলে।

পুলিশ জানায়, আজ বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে গোয়েন্দা শাখার এসআই মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, এএসআই আবেদুর রহমান সহ সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন কোটালী বাজার- বেগমপুরগামী পাকা সড়কের উপর।

এসসয় সড়কের ফুরশেদপুর কাঁচা রাস্তার উপর হতে আজিজুল (৫২) নামের ব্যাক্তির হেফাজত হতে আমদানী নিশিদ্ধ ভারতীয অবৈধ মাদকদ্রব্য ৩৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার সহ তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশপুর উত্তর পাড়ার বাসিন্দা ও মৃত আজাদ আলীর ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা রুজুর ৩ ঘন্টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর (ক্ষিনপাড়া) সাকিনস্থ জনৈক মোঃ রিপন আলীর স্ত্রী মোছাঃ কেয়া খাতুন (২৬) বাদী হয়ে সদর থানায় এসে লিখিত এজাহার দায়ের করেন যে, গত সোমবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন কুতুবপুর দক্ষিনপাড়ার আত্তাব আলীর ছেলে

আসামী মোঃ শফিকুল ইসলাম (৩৩) শ্লীলতাহানি ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটায়।বর্ণিত ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৬ মঙ্গলবার ধারা- ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০২০)রুজু হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল), চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলীর নেতৃত্বে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই(নিঃ) মোঃ ফরিদুল ইসলাম সংগীয় ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা সদর থানার একটি চৌকস টিম চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোঃ শফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। আসামীকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

আসামীর প্রদত্ত স্বীকারোক্ত অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত আসামী একজন অভ্যাসগত সহিংস যৌন নিপীড়নকারী। সে রাত্রি বেলায় প্রায়শই এলাকায় বিভিন্ন বাড়ীর আশেপাশে পূর্বে থেকে ওঁৎ পেতে থাকে এবং এ সময় ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে গোপনে আসামী তার ঘরে মধ্যে প্রবেশ করে এবং খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে তাদেরকে মুখ চেপে ধরে এবং আসামীর চিরাচরিত সহিংস ও হিংস্র আচরণের মাধ্যমে তাদের উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়ে কৌশলে পালিয়ে যায়।

গ্রেপ্তারকৃত এই আসামি কর্তৃক কতজন ভিকটিম তার বিকৃত লালসার শিকার হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।আসামীকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এ রাজ্জাক খানের পথসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ফ্রিজ প্রতিকের প্রার্থী বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান

রাজ (সিআইপি)র নির্বাচনি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে পৌর ওয়াবদা এলাকার আল-ইকরা ক্যাডেট একাডেমি স্কুল প্রাঙ্গণে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম.এ রাজ্জাক খান রাজ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার এ্যাসোসিয়েশনের আহবায়ক মজনুর রহমান জান্টু, আলমডাঙ্গা বাড়াদি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আবু তালেব। মেম্বার এ্যাসোসিয়েশনের যুগ্নআহবায়ক লিটন মোল্লা, রফিকুল ইসলাম বাবু, সামাদ খাঁন, জাহাঙ্গীর খাঁন, বনিক সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, রেজাউল হক, লাবলু চৌধুরি।

এসময় বক্তব্য রাখেন, – মেম্বার রাজন, মাসুদা পারভিন, নজরুল ইসলাম, সাবিনা ইয়াসমিন, আলমঙ্গীর হোসেন, ঠান্টু রহমান, রংপতি বেগম, ওহিদুল ইসলাম, রেহানা খাতুন, ইদ্রিস আলী, নাসিমা খাতুন, মনিরুজ্জামান, মানারুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, জাহানারা খাতুন, রোকসানা খাতুন, ববিতা খাতুন ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান লাভলু ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনা বাড়াদী সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক

দর্শনার বাড়াদি সীমান্তে ভারত অভ্যান্তরে বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী দু’নাগরিকের লাশ ফেরত দেয়নি বিএসএফ।

আজ বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকালে বাড়াদি সীমান্তে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আইনী

জটিলতার কারণে নিহতের লাশ গ্রহণ করেনি বিজিবি।

অবশেষে পতাকা বৈঠক হতে লাশ নিয়ে ফিরে যায় ভারতীয় বিএসএফ। চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকা রাস্তা পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে সাইদুল ও একই পাড়ার শরিয়ত উল্লার ছেলে খাজা মঈনুদ্দিন গুলিবৃদ্ধ হয়ে নিহত হয়। ঘটনার ১২ দিন পর পতাকা বৈঠক অনুষ্টিত হলেও লাশ ফেরত পেলেন না নিহতদ্বয়ের পরিবার।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের বেকারাস্তা পাড়ার হায়দার আলীর ছেলে ১ সন্তানের জনক সাজেদুর রহমান ওরফে সাইদুল ও একই পাড়ার শরিয়ত উল্লার ছেলে ২ সন্তানের জনক খাঁজা মঈনুদ্দিনসহ ৫/৬ জন সঙ্গবদ্ধ চোরাকারবারী গত শনিবার (১৬ ডিসেম্বর) শনিবার সন্ধ্যার পর দর্শনার কামারপাড়া-বারাদী সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলারের বাড়াদী পূর্বপাড়া- মাঝেরপাড়া কাঠেরপোল মাঠ নামক স্থান দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে ভারত অভ্যন্তরের আনুমানিক ৩০০ গজ কলাবাগান নামক স্থান গোবিন্দপুরে অবস্থান করে।

ওইদিন দিবাগত গভীর রাতে চোরাকারবারীরা ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন ৩২ গোবিন্দপুর বিএসএফ ক্যাম্পের একটি টহল দলের মুখোমুখি হয়।

এসময় বিএসএফ দল চোরাকারবারীদের লখ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুরলে গুলিবৃদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় সাইদুল ও একই পাড়ার খাঁজা মইনুদ্দিন নামের দুই গরু চোরাকারবারী।

ঘটনার পরদির রবিবার সকালে ভারতের গোবিন্দপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা মরদেহ দুটি পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার পর লাশ ফেরত চেয়ে বিজিবি-বিএসএফ’কে পত্র দিলেও বিএসএফ তাতে সারা না দেওয়ায় লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। দীর্ঘ ১২ দিন পর বিএসএফ লাশ দুটি ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিজিবিকে পতাকা বৈঠকের আমন্ত্রন জানায়। বিএসএফের আমন্ত্রনে পতাকা বৈঠকে সারাদেয় বিজিবি।

আজ বুধবার বিকালে দেশের বাড়াদী-ভারতের গোবিন্দপুর সীমান্তের ৮২/২ এস মেইন পিলার সংলগ্ন শূন্য রেখায় দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত বৈঠকে আইনী জটিলতার কারণে ভেস্তে যাওয়ায় লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।

বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের উপ-সহকারী পরিচালক হায়দার ও বাড়াদী বিওপি ক্যাম্প কমান্ডার দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা সহ সঙ্গীরা এবং ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানাধীন গোবিন্দপুরের বাড়াদী বিএসএফ ক্যাম্প কমান্ডার বাপ্পীন মুখার্জী ও কর্মকর্তা সহ সঙ্গীরা।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পরিচালক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান বলেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর আইনী জটিলতায় অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠক হতে লাশ ফেরত নিয়েগেছে বিএসএফ।